ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

স্যমন্তক মণি

কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য স্যমন্তক মণি উদ্ধার করেছিলেন এবং জাম্ববান ও সত্রাজিতের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। স্যমন্তক মণি সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষক লীলার দ্বারা ভগবান জাগতিক সম্পদের অসারতা প্রতিপন্ন করেন।

শুকদেব গোস্বামী যখন উল্লেখ করলেন যে, রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণির ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করেছিলেন, তখন রাজা পরীক্ষিৎ এই ঘটনার বিশদ বিবরণ শ্রবণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাই শুকদেব গোস্বামী কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

রাজা সত্রাজিৎ তাঁর শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী সূর্যদেবের কৃপায় স্যমন্তক মণি লাভ করেন। একটি কণ্ঠহারে মণিটি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করার পর সেটি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে সত্রাজিৎ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেন। দ্বারকার অধিবাসীরা তাঁকে স্বয়ং সূর্যদেব মনে করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলেন যে, সূর্যদেব তাঁর দর্শন লাভের জন্য এসেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দেন যে, ঐ লোকটি সূর্যদেব নন, তিনি রাজা সত্রাজিৎ। তিনি দেখতে অত্যন্ত জ্যোতির্ময়, তার কারণ তিনি স্যমন্তক মণি ধারণ করে আছেন।

সত্রাজিৎ দ্বারকায় তাঁর গৃহে মূল্যবান মণিটিকে বিশেষ একটি পূজার বেদির উপর স্থাপন করেন। প্রতিদিন মণিটি বিপুল স্বর্ণ সৃষ্টি করত এবং তা ছাড়া মণিটির আরও একটি ক্ষমতা ছিল যে, কোনখানেই এটির যথাযথভাবে পূজা অর্চনা হলে, সেখানে কোনও দুর্যোগ ঘটত না।

এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটি যদুরাজ উগ্রসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেন। কিন্তু যেহেতু সত্রাজিৎ লোভাতুর ছিলেন, তাই তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুকাল পরে সত্রাজিতের ভাই প্রসেন তার কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণ করে শিকারের জন্য অশ্বারোহণে নগর ছেড়ে বের হল। পথে এক সিংহ প্রসেনকে বধ করে মণিটি একটি পর্বত গুহায় নিয়ে গেল, সেখানে এক ভল্লুকরাজ জাম্ববান বাস করত। জাম্ববান সিংহটিকে হত্যা করল এবং তার পুত্রকে সেই রত্নটি খেলবার জন্য দিয়ে দিল।

রাজা সত্রাজিতের ভাই যখন আর ফিরে এল না, তখন রাজা ধারণা করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য তাকে হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে

প্রচারিত এই গুজবের কথা শ্রীকৃষ্ণ শুনলেন এবং তিনি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কয়েকজন নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে প্রসেনকে খুঁজতে বের হলেন। প্রসেনের পথ অনুসরণ করে ঘটনাক্রমে তাঁরা পথে তার ঘোড়াটির সঙ্গে শায়িত প্রসেনের দেহটি দেখতে পেলেন। আরো কিছু দূর গিয়ে তাঁরা জাম্ববানের হাতে নিহত সিংহের দেহটিও দেখতে পেলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরবাসীদের গুহার বাইরে অপেক্ষা করতে বলে খোঁজ নেওয়ার জন্য গুহায় প্রবেশ করলেন।

জাম্ববানের গুহায় প্রবেশ করে শ্রীভগবান দেখলেন যে, স্যমন্তক মণিটি একটি শিশুর পাশে পড়ে আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন মণিটি নেওয়ার চেষ্টা করলেন, তখন শিশুটির ধাত্রী বিপদের আশঙ্কায় কেঁদে উঠে জাম্ববানকে তখনই সেখানে ডেকে নিয়ে এল। জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করল। আঠাশ দিন ধরে, যতক্ষণ না শ্রীভগবানের আঘাতে জাম্ববান দুর্বল হয়ে পড়ল, ততক্ষণ দুজনে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে বুঝতে পেরে, জাম্ববান তাঁর স্তুতি শুরু করে। ভগবান তাঁর পদ্মহস্তে জাম্ববানকে স্পর্শ করে তার ভয় দূর করলেন এবং তারপর মণি সম্বন্ধে সমস্ত কিছু তাকে বর্ণনা করলেন। পরম ভক্তির সঙ্গে জাম্ববান তার অবিবাহিত কন্যা জাম্ববতীর সঙ্গে সেই স্যমন্তক মণিটি ভগবানকে উপহার দিল।

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীরা বারো দিন যাবৎ গুহা থেকে তাঁর বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করার পর হতাশ হয়ে দ্বারকায় ফিরে যায়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে ওঠেন এবং শ্রীভগবানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য নিয়মিতভাবে দুর্গাদেবীর আরাধনা করতে শুরু করেন। এইভাবে তারা যখন পূজা অর্চনার অনুষ্ঠানাদি করছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নব বিবাহিতা পত্নীর সঙ্গে নগরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি সত্রাজিতকে রাজসভায় ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে স্যমন্তক মণি উদ্ধারের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর মণিটি তাঁকে প্রত্যর্পণ করেন। অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করেন। তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তিনি যে অপরাধ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, কেবল মণিটিই নয়, নিজের কন্যাকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পণ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সকল দিব্যগুণে বিভূষিতা সেই কন্যা সত্যভামার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু মণিটি শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করে সেটি রাজা সত্রাজিৎকেই ফিরিয়ে দেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ ।
স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যম্য দত্তবান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সত্রাজিতঃ**—রাজা সত্রাজিৎ; **স্ব**—তাঁর নিজ; **তনয়াম্**—কন্যা; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **কৃত**—অপরাধ করার জন্য; **কিল্বিষঃ**—অপরাধ; **স্যমন্তকেন**—স্যমন্তক রূপে পরিচিত; **মণিনা**—মণির সঙ্গে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **উদ্যম্য**—উদ্যম সহকারে; **দত্তবান্**—তিনি প্রদান করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করার পর তাঁকে সত্রাজিৎ তাঁর কন্যাসহ স্যমন্তক মণি অর্পণের দ্বারা তাঁর সাধ্য মতো প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করলেন।

শ্লোক ২

শ্রীরাজোবাচ

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য কিল্বিষঃ ।
স্যমন্তকঃ কুতস্তস্য কস্মাদ্দত্তা সুতা হরেঃ ॥ ২ ॥

শ্রীরাজা—রাজা (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **উবাচ**—বললেন; **সত্রাজিতঃ**—সত্রাজিৎ; **কিম্**—কি; **অকরোদ্**—করেছিল; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **কিল্বিষম্**—অপরাধ; **স্যমন্তকঃ**—স্যমন্তক মণি; **কুতঃ**—কোথা হতে; **তস্য**—তার; **কস্মাৎ**—কেন; **দত্তা**—দেওয়া হয়েছিল; **সুতা**—তাঁর কন্যা; **হরেঃ**—শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণ, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কি অপরাধ করেছিলেন? তিনি স্যমন্তক মণি কোথা থেকে পান এবং কেনই বা তাঁর কন্যাকে তিনি শ্রীভগবানের কাছে প্রদান করেছিলেন?

শ্লোক ৩

শ্রীশুক উবাচ

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা ।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ স চ তুষ্টঃ স্যমন্তকম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **আসীৎ**—ছিলেন; **সত্রাজিতঃ**—সত্রাজিতের; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **ভক্তস্য**—তাঁর ভক্ত; **পরমঃ**—শ্রেষ্ঠ; **সখা**—শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ; **প্রীতঃ**—প্রীত; **তস্মৈঃ**—তাঁকে; **মণিম্**—মণিটি; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **চ**—এবং; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **স্যমন্তকম্**—স্যমন্তক নামক।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—সূর্যদেব তাঁর ভক্ত সত্রাজিতের জন্য পরম প্রীতি অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরম সুহৃদরূপে, তাঁর সন্তুষ্টির চিহ্নস্বরূপ, সূর্যদেব তাঁকে স্যমন্তক নামে মণিটি প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৪

স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজন্ তেজসা নোপলক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি, রাজা সত্রাজিৎ; **তম্**—সেই; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **মণিম্**—মণি; **কণ্ঠে**—তাঁর কণ্ঠে; **ভ্রাজমানঃ**—উজ্জ্বলরূপে আলো বিকিরণ করে; **যথা**—মতো; **রবিঃ**—সূর্য; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করলে; **দ্বারকাম্**—দ্বারকা নগরী; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **তেজসা**—জ্যোতির জন্য; **ন**—না; **উপলক্ষিতঃ**—চেনা।

অনুবাদ

সত্রাজিৎ তাঁর কণ্ঠে মণিটি ধারণ করে দ্বারকায় প্রবেশ করলেন। হে রাজন, তিনি স্বয়ং সূর্যের মতোই উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করছিলেন আর তাই মণিটির জ্যোতির ফলে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি।

শ্লোক ৫

তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ ।
দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৫ ॥

তম্—তাঁকে; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **জনাঃ**—সাধারণ মানুষেরা; **দূরাৎ**—কিছু দূর থেকে; **তেজসা**—তাঁর জ্যোতি দ্বারা; **মুষ্ট**—অপহৃত; **দৃষ্টয়ঃ**—তাদের দৃষ্টি ক্ষমতা; **দীব্যতে**—যারা খেলছিল; **অক্ষৈঃ**—অক্ষক্রীড়া; **ভগবতে**—ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **শশংসুঃ**—তারা বলল; **সূর্য**—সূর্যদেব; **শঙ্কিতাঃ**—তাঁকে মনে করে।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষেরা যখন কিছু দূর থেকে সত্রাজিৎ-কে দেখে, তখন, তাঁর উজ্জ্বলতা তাদের চোখ যেন অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই তারা মনে করল যে, তিনি বুঝি

সূর্যদেব এবং সেই সময়ে অক্ষক্রীড়ারত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা জানাবার জন্য গিয়েছিল।

শ্লোক ৬

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর ।
দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন ॥ ৬ ॥

নারায়ণঃ—হে ভগবান নারায়ণ; **নমঃ**—প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—নিবেদন করি; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—এবং গদা; **ধর**—হে ধারণকারী; **দামোদর**—হে ভগবান দামোদর; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্মনেত্র; **গোবিন্দ**—হে ভগবান গোবিন্দ; **যদু-নন্দন**—হে যদুগণের প্রিয় পুত্র।

অনুবাদ

[দ্বারকার অধিবাসীগণ বলল—] হে নারায়ণ, হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, হে পদ্মনেত্র দামোদর, হে গোবিন্দ, হে যদুনন্দন, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ৭

এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে ।
মুষ্ণন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষূংষি তিগ্মগুঃ ॥ ৭ ॥

এষঃ—এই; **আয়াতি**—আগমন করেছে; **সবিতা**—সূর্যদেব; **ত্বাম্**—আপনাকে; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার ইচ্ছায়; **জগৎপতে**—হে জগন্নাথ; **মুষ্ণন্**—অপহরণ করে; **গভস্তি**—তাঁর কিরণের; **চক্রেণ**—বৃত্ত দ্বারা; **নৃণাম্**—মানুষের; **চক্ষুংষি**—চক্ষুসমূহ; **তিগ্ম**—তীব্র; **গুঃ**—যাঁর রশ্মি।

অনুবাদ

হে জগন্নাথ, ভগবান সবিতা আপনাকে দর্শন করতে আগমন করেছেন। তাঁর জ্যোতির তীক্ষ্ণ রশ্মি দ্বারা তিনি সকলের দৃষ্টি অন্ধ করছেন।

শ্লোক ৮

নন্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ ।
জ্ঞাত্বাদ্য গূঢ়ং যদুষু দ্রষ্টুং ত্বাং যাত্যজঃ প্রভো ॥ ৮ ॥

ননু—নিশ্চয়ই; **অন্বিচ্ছন্তি**—তাঁরা অনুসন্ধান করেন; **তে**—আপনার; **মার্গম্**—পথ; **ত্রিলোক্যাম্**—ত্রিলোকের সর্বত্র; **বিবুধ**—জ্ঞানী দেবতাগণের; **ঋষভাঃ**—শ্রেষ্ঠ;

জ্ঞাত্বা—অবগত হয়ে; **অদ্য**—এখন; **গূঢ়ম্**—গূঢ়ভাবে; **যদুষু**—যদুগণের মধ্যে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **ত্বাম্**—আপনাকে; **যাতিঃ**—আগমন করেছেন; **অজঃ**—জন্ম রহিত (সূর্যদেব); **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, ত্রিলোকের পরম শ্রেষ্ঠ দেবতারা নিশ্চয়ই আপনাকে অন্বেষণের জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন, কারণ এখন আপনি নিজেকে যদু বংশের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। তাই জন্মরহিত সূর্যদেব এখানে আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্লোক ৯

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বাল**—বালকসুলভ; **বচনম্**—এই সমস্ত বাক্য; **প্রহস্য**—হাস্য সহকারে; **অম্বুজ**—পদ্মসদৃশ; **লোচনঃ**—যাঁর দুই নয়ন; **প্রাহ**—বললেন; **ন**—না; **অসৌ**—এই ব্যক্তি; **রবিঃ দেবঃ**—সূর্যদেব; **সত্রাজিৎ**—রাজা সত্রাজিৎ; **মণিনা**—তাঁর মণির জন্য; **জ্বলন্**—প্রখর দীপ্তিপূর্ণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—তাদের এই সমস্ত বালসুলভ বাক্য শুনে পদ্মনেত্র শ্রীভগবান সহাস্যে বললেন, "এ সূর্যদেব নয়, বরং সত্রাজিৎ, তার মণির জন্য সে প্রখর দীপ্তিমান হয়েছে।"

শ্লোক ১০

সত্রাজিৎ স্বগৃহং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ ।
প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ ॥ ১০ ॥

সত্রাজিৎ—সত্রাজিৎ; **স্ব**—তাঁর; **গৃহম্**—গৃহ; **শ্রীমৎ**—সুরম্য; **কৃত**—পালন করেছিলেন; **কৌতুক**—উৎসব সহ; **মঙ্গলম্**—মঙ্গলময় আচার; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **দেব-সদনে**—দেবালয়ে; **মণিম্**—মণি; **বিপ্রৈঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দিয়ে; **ন্যবেশয়ৎ**—তিনি সংস্থাপন করালেন।

অনুবাদ

রাজা সত্রাজিৎ উৎসব সহকারে মঙ্গলময় আচার পালন করে তাঁর সুরম্য গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা গৃহের মন্দিরে স্যমন্তক মণিটিকে সংস্থাপিত করলেন।

শ্লোক ১১

দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো ।
দুর্ভিক্ষমার্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ ।
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চিতো মণিঃ ॥ ১১ ॥

দিনে দিনে—দিনের পর দিন; **স্বর্ণ**—স্বর্ণের; **ভারান্**—ভার পরিমাণ; **অষ্টৌ**—আট; **সঃ**—তা; **সৃজতি**—উৎপন্ন করত; **প্রভো**—হে প্রভু (পরীক্ষিৎ মহারাজ); **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষ; **মারি**—অকালমৃত্যু; **অরিষ্টানি**—উপদ্রব; **সর্প**—সর্প (দংশন); **আধি**—মানসিক রোগ; **ব্যাধয়ঃ**—ব্যাধি; **অশুভাঃ**—অমঙ্গল; **ন সন্তি**—থাকে না; **মায়িনঃ**—প্রবঞ্চক; **তত্র**—যেখানে; **যত্র**—যেখানে; **অস্তে**—অবস্থান করে; **অভ্যর্চিতঃ**—যথাযথরূপে অর্চিত হয়ে; **মণিঃ**—মণিটি।

অনুবাদ

হে প্রভু, প্রতিদিন মণিটি আট ভার স্বর্ণ উৎপাদন করত আর যে স্থানে এটি স্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে পূজা-অর্চনা করা হয়, সেই স্থানটি দুর্ভিক্ষ বা অকালমৃত্যুর মতো দুর্যোগ এবং সর্পদংশন, মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি আর প্রবঞ্চক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবের মতো অমঙ্গল থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

ভার বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নোক্ত শাস্ত্রীয় উল্লেখ প্রদান করছেন—

চতুর্ভির্ব্রীহিভির্গুঞ্জাং গুঞ্জাঃ পঞ্চপণং পণান্ ।
অষ্টৌ ধরণমষ্টৌ চ কর্ষং তাংশ্চতুরঃ পলম্ ।
তুলাং পলশতং প্রাহুর্ভারঃ স্যাদ্‌বিংশতিস্তুলাঃ ॥

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, "চারটি ধানকে বলা হয় এক গুঞ্জা, পাঁচ গুঞ্জায় একপণ, আট পণে এক ধারণ, আট ধারণে এক কর্ষ, চার কর্ষে এক পল, শত পলে এক তুলা এবং কুড়িটি তুলায় এক ভার হয়।" যেহেতু এক ছটাক ওজনে প্রায় ৭, ৪০০টি ধান হয়, সেই হিসাবে স্যমন্তক মণিটি প্রতিদিন প্রায় ২মণেরও বেশি স্বর্ণ সৃষ্টি করত।

শ্লোক ১২

স যাচিতো মণিং ক্বাপি যদুরাজায় শৌরিণা ।
নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্‌যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্ ॥ ১২ ॥

সঃ—তিনি, সত্রাজিৎ; যাচিতঃ—প্রার্থিত হয়েছিলেন; মণিম্—মণিটি; ক্ব অপি—কোন এক সময়ে; যদু-রাজায়—যদুগণের রাজা উগ্রসেনের জন্য; শৌরিণা—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; ন—না; এব—বস্তু; অর্থ—সম্পদের জন্য; কামুকঃ—লোভী; প্রাদাৎ—প্রদান করলেন; যাচ্ঞা—প্রার্থনার; ভঙ্গম্—ভঙ্গ; অতর্কয়ন্—বিবেচনা না করে।

অনুবাদ

কোন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণিটি যদুরাজ, উগ্রসেনকে প্রদান করার জন্য সত্রাজিৎকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ এত লোভী ছিলেন যে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রীভগবানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের ফলে অপরাধের গুরুত্বের প্রতি তিনি ভেবে দেখেননি।

শ্লোক ১৩

তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্ ।
প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্বনে ॥ ১৩ ॥

তম্—সেই; একদা—একদিন; মণিম্—মণিটি; কণ্ঠে—তাঁর কণ্ঠে; প্রতিমুচ্য—ধারণ করে; মহা—অত্যন্ত; প্রভম্—দ্যুতিময়; প্রসেনঃ—প্রসেন (সত্রাজিতের ভাই); হয়ম্—একটি অশ্বে; আরুহ্য—আরোহণ করে; মৃগায়াম্—শিকারের জন্য; ব্যচরৎ—গমন করলেন; বনে—বনে।

অনুবাদ

একদিন সত্রাজিতের ভাই, প্রসেন, তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল মণিটি ঝুলিয়ে, অশ্বারোহণ করলেন এবং শিকার করার জন্য বনে গমন করলেন।

তাৎপর্য

সত্রাজিতের, শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার অশুভ ফল প্রকাশ হতে চলেছে।

শ্লোক ১৪

প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী ।
গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥

প্রসেনম্—প্রসেন; স—সহ একত্রে; হয়ম্—তার অশ্ব; হত্বা—হত্যা করে; মণিম্—মণিটি; আচ্ছিদ্য—গ্রহণ করে; কেশরী—একটি সিংহ; গিরিম্—পর্বতে (একটি

গুহায়); **বিশন্**—প্রবেশ করে; **জাম্ববতা**—ভল্লুকদের রাজা, জাম্ববান দ্বারা; **নিহতঃ**—নিহত; **মণিম্**—মণি; **ইচ্ছতা**—গ্রহণ অভিলাষে।

অনুবাদ

একটি সিংহ প্রসেন ও তার অশ্বকে হত্যা করল এবং মণিটি গ্রহণ করল। কিন্তু সিংহটি যখন একটি পর্বত গুহায় প্রবেশ করল, তখন মণি-অভিলাষী জাম্ববানের হাতে সে নিহত হল।

শ্লোক ১৫

সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে ।
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্যতপ্যত ॥ ১৫ ॥

সঃ—সে, জাম্ববান; **অপি**—ও; **চক্রে**—করেছিল; **কুমারস্য**—তার পুত্রের জন্য; **মণিম্**—মণিটি; **ক্রীড়নকম্**—একটি খেলনা; **বিলে**—গুহা মধ্যে; **অপশ্যন্**—দেখতে না পেয়ে; **ভ্রাতরম্**—তার ভাইকে; **ভ্রাতা**—ভাই; **সত্রাজিৎ**—সত্রাজিৎ; **পর্যতপ্যত**—গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন।

অনুবাদ

গুহামধ্যে জাম্ববান তার বালক পুত্রের জন্য স্যমন্তক মণিটি খেলনা রূপে ক্রীড়া করতে দিল। ইতিমধ্যে, সত্রাজিৎ তাঁর ভাইকে ফিরতে না দেখে, গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন।

শ্লোক ১৬

প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ ।
ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রায়ঃ—সম্ভবত; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **নিহতঃ**—নিহত; **মণি**—মণি; **গ্রীবঃ**—তার কণ্ঠে ধারণ করে; **বনম্**—বনে; **গতঃ**—গমন করেছিল; **ভ্রাতা**—ভাই; **মম্**—আমার; **ইতি**—এইভাবে বলে; **তৎ**—সেই; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কর্ণে কর্ণে**—একে অপরের কানে; **অজপন্**—গোপনে বলতে লাগল; **জনাঃ**—লোক।

অনুবাদ

তিনি বললেন, "আমার ভাই কণ্ঠে মণি ধারণ করে বনে গিয়েছিল, তাই কৃষ্ণ সম্ভবত তাকে হত্যা করেছে।" সাধারণ মানুষ এই অভিযোগ শুনে গোপনে কানাকানি করতে শুরু করল।

শ্লোক ১৭

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি ।
মার্ষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবান্—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তৎ**—তা; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **দুর্যশঃ**—কলঙ্ক; **লিপ্তম্**—লিপ্ত; **আত্মনি**—নিজেতে; **মার্ষ্টুম্**—মার্জন করার জন্য; **প্রসেন-পদবীম্**—প্রসেনের গৃহীত পথ; **অন্বপদ্যত**—তিনি অনুসরণ করলেন; **নাগরৈঃ**—নগরীর মানুষদের সঙ্গে একত্রে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই গুজব শুনলেন, তখন তিনি তাঁর যশে লিপ্ত কালিমা মোচন করতে চাইলেন। তাই তিনি দ্বারকার কিছু নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনের পথ অনুসরণ করে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ১৮

হতং প্রসেনং অশ্বং চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে ।
তং চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ ॥ ১৮ ॥

হতম্—হত; **প্রসেনম্**—প্রসেন; **অশ্বম্**—তার অশ্ব; **চ**—এবং; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **কেশরিণা**—এক সিংহ দ্বারা; **বনে**—বনে; **তম্**—সেই (সিংহ); **চ**—ও; **অদ্রি**—এক পর্বতের; **পৃষ্ঠে**—পৃষ্ঠে; **নিহতম্**—নিহত; **ঋক্ষেণ**—ঋক্ষ দ্বারা (জাম্ববান); **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখলেন; **জনাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

বনমধ্যে তাঁরা প্রসেন ও তার অশ্ব, উভয়কেই সিংহ দ্বারা নিহত দেখলেন। পর্বতপৃষ্ঠে তাঁরা সিংহটিকেও ঋক্ষ (জাম্ববান) দ্বারা হত দেখতে পেলেন।

শ্লোক ১৯

ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাবৃতম্ ।
একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥

ঋক্ষ-রাজ—ভল্লুকদের রাজার; **বিলম্**—গুহা; **ভীমম্**—ভয়ঙ্কর; **অন্ধেন তমসা**—নিবিড় অন্ধকার দ্বারা; **আবৃতম্**—আচ্ছন্ন; **একঃ**—একাকী; **বিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **অবস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **বহিঃ**—বাইরে; **প্রজাঃ**—নগরবাসীদের।

অনুবাদ

শ্রীভগবান তাঁর প্রজাদের ভল্লুক রাজের ভয়ঙ্কর নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার বাইরে রেখে তারপর তিনি একাকী প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২০

তত্র দৃষ্ট্বা মণিপ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্ ।
হর্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মণি-প্রেষ্ঠম্—অত্যন্ত মূল্যবান মণিটি; বাল—একটি শিশুর; ক্রীড়নকম্—ক্রীড়াবস্তু; কৃতম্—কৃত; হর্তুম্—সেটি হরণ করার জন্য; কৃত-মতিঃ—সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; তস্মিন্—সেখানে; অবতস্থে—তিনি গেলেন; অর্ভক-অন্তিকে—শিশুটির কাছে।

অনুবাদ

সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মহামূল্যবান মণিটি একটি শিশুর খেলনা করা হয়েছে দেখতে পেলেন। সেটি তুলে নিয়ে আসার সঙ্কল্প করে, তিনি শিশুটির কাছে গেলেন।

শ্লোক ২১

তমপূর্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ ।
তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ ॥ ২১ ॥

তম্—সেই; অপূর্বম্—পূর্বে কখনও দর্শিত হয়নি; নরম্—মানুষ; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; ধাত্রী—ধাত্রী; চুক্রোশ—চেঁচিয়ে উঠল; ভীত-বৎ—ভীত হয়ে; তৎ—তা; শ্রুত্বা—শুনতে পেয়ে; অভ্যদ্রবৎ—ছুটে এল; ক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধ; জাম্ববান—জাম্ববান; বলীনাম্—বলশালী; বরঃ—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

সেই অসাধারণ পুরুষকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শিশুটির ধাত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অমিত বলশালী জাম্ববান তার কান্না শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে এল।

শ্লোক ২২

স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ ।
পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ ॥ ২২ ॥

সঃ—সে; **বৈ**—বস্তুত; **ভগবতা**—শ্রীভগবানের সঙ্গে; **তেন**—তাঁর সঙ্গে; **যুযুধে**—যুদ্ধ করেছিল; **স্বামিনা**—প্রভু; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজ; **পুরুষম্**—পুরুষ; **প্রাকৃতম্**—প্রাকৃত; **মত্বা**—তাঁকে মনে করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **ন**—না; **অনুভাব**—তাঁর মর্যাদা; **বিৎ**—সচেতন।

অনুবাদ

তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে এবং তাঁকে জড়জাগতিক একজন সাধারণ মানুষ মনে করে, জাম্ববান ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল।

তাৎপর্য

পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা, "তাঁকে একজন জড় জাগতিক মানুষ মনে করে" কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসীরা এবং বৈদিক পণ্ডিত নামে অভিহিত মানুষেরা *পুরুষম্* কথাটিকে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও উল্লেখ করে, তখনও 'মানুষ' রূপে অনুবাদ করে উপভোগ করে এবং তাই তাদের বৈদিক সাহিত্যের অননুমোদিত অনুবাদগুলি শ্রীভগবানের প্রতি তাদের জড় জাগতিক ধারণাগুলির দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে যায়। যাইহোক, এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাম্ববান যেহেতু শ্রীভগবানের মর্যাদা ভুলে গিয়েছিল, তাই সে তাঁকে *প্রাকৃত পুরুষ* "জড় জাগতিক" রূপে বিবেচনা করেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান *পুরুষোত্তম,* তিনি "পরম চিন্ময় পুরুষ"।

শ্লোক ২৩

দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ ।
আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব ॥ ২৩ ॥

দ্বন্দ্ব—সমানে সমানে; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **সু-তুমুলম্**—অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত; **উভয়োঃ**—তাদের দুজনের মধ্যে; **বিজিগীষতোঃ**—বিজয়েচ্ছু; **আয়ুধ**—অস্ত্র দ্বারা; **অশ্ম**—প্রস্তর; **দ্রুমৈঃ**—এবং বৃক্ষ; **দোর্ভিঃ**—তাদের বাহু দ্বারা; **ক্রব্য**—বাজে মাংস; **অর্থে**—জন্য; **শ্যেনয়োঃ**—দুটি বাজপাখির মধ্যে; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

বিজয়েচ্ছু দুজনেই ভয়ঙ্করভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছিল। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে লড়াই হচ্ছিল এবং তারপর পাথর, গাছের গুঁড়ি ও শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে, এক টুকরো মাংসের জন্য যুদ্ধরত দুই বাজপাখির মতো তারা যুদ্ধ করেছিল।

শ্লোক ২৪

আসীৎ তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ ।
বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্ ॥ ২৪ ॥

আসীৎ—ছিল; **তৎ**—তা; **অষ্টাবিংশ**—আঠাশ; **অহম্**—দিন; **ইতর-ইতর**—পরস্পরের সঙ্গে; **মুষ্টিভিঃ**—মুষ্টি; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—আঘাতের মতো; **পরুষৈঃ**—কঠোর; **অবিশ্রমম্**—অবিশ্রান্ত; **অহঃ-নিশম্**—দিবারাত্রি।

অনুবাদ

দিবা রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে আঠাশদিন এই যুদ্ধ চলেছিল এবং দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরকে তাদের মুষ্টি দিয়ে বজ্রের মতো আঘাত করছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধটি দিনে এবং রাত্রে বিরামবিহীনভাবে চলেছিল।

শ্লোক ২৫

কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ ।
ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ-মুষ্টি—শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির; **বিনিষ্পাত**—আঘাতে; **নিষ্পিষ্ট**—শিথিল হয়েছিল; **অঙ্গ**—যার দেহের; **উরু**—স্ফীতকায়; **বন্ধনঃ**—পেশীগুলি; **ক্ষীণ**—হ্রাসমান; **সত্ত্বঃ**—যার শক্তি; **স্বিন্ন**—ঘর্মাক্ত; **গাত্রঃ**—যার অঙ্গসমূহ; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—সে বলল; **অতীব**—অতিশয়; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্টির আঘাতে তার স্ফীতকায় পেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়েছিল, তার শক্তি কমে আসছিল, এবং তার ঘর্মাক্ত অঙ্গ নিয়ে জাম্ববান অতিশয় বিস্মিত হয়ে অবশেষে শ্রীভগবানকে বলেছিল।

শ্লোক ২৬

জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥

জানে—আমি জানি; **ত্বাম্**—আপনি (হবেন); **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—জীবের; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **বলম্**—দৈহিকশক্তি;

বিষ্ণুম্—শ্রীবিষ্ণু; **পুরাণ**—আদি; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **প্রভবিষ্ণুম্**—সর্বশক্তিমান; **অধীশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

[জাম্ববান বললেন—] এখন আমি অবগত হলাম যে, আপনি সকল জীবের প্রাণস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও দেহগত বল। সকল জীবের আপনি আদিপুরুষ, সর্বশক্তিমান পরম নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণু।

শ্লোক ২৭

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চ সৎ ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **হি**—বস্তুত; **বিশ্ব**—জগতের; **সৃজাম্**—স্রষ্টার; **স্রষ্টা**—স্রষ্টা; **সৃষ্টানাম্**—সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; **অপি**—ও; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **সৎ**—নিহিত সার; **কালঃ**—সংহারকর্তা; **কলয়তাম্**—সংহারকর্তার; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরঃ আত্মা**—পরমাত্মা; **তথা**—ও; **আত্মনাম্**—সকল আত্মার।

অনুবাদ

আপনি সকল জগৎ স্রষ্টাগণের পরম স্রষ্টা এবং আপনার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর আপনিই নিহিত সারতত্ত্ব। আপনি সকল সংহারকর্তারও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান ও সকল আত্মার পরমাত্মা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/৪২) কপিলদেব যেমন উল্লেখ করছেন—*মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ* অর্থাৎ "স্বয়ং মৃত্যু আমার ভয়ে বিচরণ করে"।

শ্লোক ২৮

যস্যেষদুৎ কলিতরোষকটাক্ষমোক্ষৈর্
বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গলোঽব্ধিঃ ।
সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জ্বলিতা চ লঙ্কা
রক্ষঃশিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি ॥ ২৮ ॥

যস্য—যাঁর; **ঈষৎ**—ঈষৎ; **উৎকলিত**—প্রকাশিত; **রোষ**—ক্রোধ হতে; **কটা-অক্ষ**—দৃষ্টিপাতে; **মোক্ষৈঃ**—মুক্তির জন্য; **বর্ত্ম**—পথ; **আদিশৎ**—প্রদর্শন করেছিল; **ক্ষুভিত**—বিক্ষুব্ধ; **নক্র**—(যেখানে) কুমীর; **তিমিঙ্গলঃ**—এবং বিশাল তিমিঙ্গিল মৎস্য; **অব্ধিঃ**—সমুদ্র; **সেতু**—সেতু; **কৃতঃ**—প্রস্তুত; **স্ব**—তাঁর নিজ; **যশঃ**—যশ;

উজ্জ্বলিতা—দগ্ধ হল; চ—এবং; লঙ্কা—লঙ্কানগরী; রক্ষঃ—রাক্ষসের (রাবণ); শিরংসি—মস্তকগুলি; ভুবি—ভূতলে; পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; ইষু—যাঁর বাণে; ক্ষতাণি—বিচ্ছিন্ন হয়ে।

অনুবাদ

আপনিই তিনি, যিনি সমুদ্রকে পথ প্রদানের জন্য চালিত করেছিলেন, যাঁর কটাক্ষপাতে, যাঁর ঈষৎ ক্রোধ প্রকাশে জলের গভীরতার মধ্যে কুমীর ও তিমিঙ্গিল মৎস্য ক্ষোভিত হয়ে উঠেছিল। আপনিই তিনি, যিনি তাঁর কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিশাল সেতু নির্মাণ করেছিলেন, যিনি লঙ্কাপুরী দহন করেছিলেন এবং যাঁর বাণে রাবণের মস্তকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূতলে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৯-৩০

ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ ।
ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ২৯ ॥
অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্ ।
কৃপয়া পরয়া ভক্তং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; বিজ্ঞাত-বিজ্ঞানম্—সত্যকে হৃদয়ঙ্গমকারী; ঋক্ষ—ভল্লুকের; রাজানম্—রাজাকে; অচ্যুতঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; ব্যাজহার—বলেছিলেন; মহারাজ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); ভগবান্—শ্রীভগবান; দেবকী-সুতঃ—দেবকীর পুত্র; অভিমৃশ্য—স্পর্শ করে; অরবিন্দ-অক্ষ—পদ্মনেত্র; পাণিনা—তাঁর হাত দিয়ে; শম্—মঙ্গলময়; করেন—যা প্রদান করে; তম্—তাঁকে; কৃপয়া—কৃপা সহকারে; পরয়া—পরম; ভক্তম্—তাঁর ভক্তকে; মেঘ—মেঘের মতো; গম্ভীরয়া—গভীর; গিরা—কণ্ঠে।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বলেন—] হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সত্য হৃদয়ঙ্গমকারী ঋক্ষরাজকে সম্বোধন করলেন। পদ্মনেত্র দেবকীসুত শ্রীভগবান তাঁর আশীর্বাদ প্রদায়ী হস্ত দ্বারা জাম্ববানকে স্পর্শ করে মহিমাময় কৃপা সহকারে মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন।

শ্লোক ৩১

মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্ ।
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্মাত্মনো মণিনামুনা ॥ ৩১ ॥

মণি—মণি; **হেতোঃ**—হেতু; **ইহ**—এখানে; **প্রাপ্তাঃ**—আগমন করেছি; **বয়ম্**—আমরা; **ঋক্ষ-পতে**—হে ঋক্ষরাজ; **বিলম্**—গুহায়; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **অভিশাপম্**—অভিযোগ; **প্রমৃজন্**—দূরীভূত করতে; **আত্মনঃ**—আমার বিরুদ্ধে; **মণিনা**—মণি দ্বারা; **অমুনা**—এই।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে ঋক্ষাধিপতি, এই মণির জন্য আমরা তোমার গুহায় এসেছি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আমি এই মণিটি ব্যবহার করার মনস্থ করেছি।

শ্লোক ৩২

ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা ।
অর্হনার্থং স মণিমা কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৩২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **স্বাম্**—সে; **দুহিতরম্**—দুহিতা; **কন্যাম্**—কুমারী; **জাম্ববতীম্**—জাম্ববতী; **মুদা**—সুখে; **অর্হণ-অর্থম্**—শ্রদ্ধার্ঘ রূপে; **সঃ**—সে; **মণিনা**—মণিটি সহ; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **উপজহার হ**—উপহার প্রদান করল।

অনুবাদ

এইভাবে সম্বোধিত হয়ে, জাম্ববান সানন্দে মণিটির সঙ্গে একত্রে তার দুহিতা কুমারী জাম্ববতীকে, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে, তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করল।

শ্লোক ৩৩

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ ।
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

অদৃষ্ট্বা—দেখতে না পেয়ে; **নির্গমম্**—বহির্গমন; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রবিষ্টস্য**—অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট; **বিলম্**—গুহা; **জনাঃ**—জনসাধারণ; **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষা করার পর; **দ্বাদশ**—বারো; **অহানি**—দিন; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিত; **স্ব**—তাদের; **পুরম্**—নগরে; **যযুঃ**—গমন করল।

অনুবাদ

ভগবান শৌরি গুহায় প্রবেশ করার পর, দ্বারকার জনগণ, যারা তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তারা তাঁকে বেরিয়ে আসতে না দেখে বারো দিন অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাদের নগরীতে ফিরে যায়।

শ্লোক ৩৪

নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ ।
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম্ ॥ ৩৪ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **দেবকী**—দেবকী; **দেবী রুক্মিণী**—দেবী রুক্মিণী; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **সুহৃদঃ**—সুহৃদগণ; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়বর্গ; **অশোচন্**—তারা শোক করতে লাগল; **বিলাৎ**—গুহা হতে; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অনির্গতম্**—অনির্গমন।

অনুবাদ

যখন দেবকী, রুক্মিণীদেবী, বসুদেব এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা শুনলেন যে, তিনি গুহা থেকে বার হননি, তখন তাঁরা সকলে শোক করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৫

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

সত্রাজিতম্—সত্রাজিৎ; **শপন্তঃ**—অভিশাপ দিতে দিতে; **তে**—তারা; **দুঃখিতাঃ**—দুঃখিত হয়ে; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকাবাসীগণ; **উপতস্থুঃ**—পূজা করল; **চন্দ্রভাগাম্**—চন্দ্রভাগা; **দুর্গাম্**—দুর্গা; **কৃষ্ণ-উপলব্ধয়ে**—শ্রীকৃষ্ণকে লাভের জন্য।

অনুবাদ

সত্রাজিৎকে অভিশাপ দিতে দিতে দ্বারকার অধিবাসীরা চন্দ্রভাগা নামে দুর্গা বিগ্রহের কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানাল।

শ্লোক ৩৬

তেষাং তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ ।
প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥

তেষাম্—তাদের কাছে; **তু**—কিন্তু; **দেবী**—দেবীর; **উপস্থানাৎ**—পূজার পর; **প্রত্যাদিষ্ট**—উত্তরে অনুমোদন করলেন; **আশিষাঃ**—আশীর্বাদ; **সঃ**—তিনি; **চ**—এবং; **প্রাদুর্বভূব**—আবির্ভূত হলেন; **সিদ্ধ**—প্রাপ্ত হয়ে; **অর্থঃ**—তার উদ্দেশ্য; **স-দারঃ**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে একত্রে; **হর্ষয়ণ**—আনন্দ সৃষ্টি করে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

যখন নগরবাসীরা দেবী-পূজা শেষ করল, তখন তাদের প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবী তাদের উত্তরে আশীর্বাদ প্রদান করলেন। ঠিক তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,

তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে, তাদের সকলকে আনন্দে পূর্ণ করে, তাঁর নব-পত্নীসহ, তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন।

শ্লোক ৩৭

উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্ ।
সহ পত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্বে জাতমহোৎসবাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপলভ্য—প্রাপ্ত হয়ে; **হৃষীকেশম্**—ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর; **মৃতম্**—মৃত; **পুনঃ**—পুনরায়; **ইব**—যেন; **আগতম্**—আগমন করেছেন; **সহ**—সহ; **পত্ন্যা**—পত্নী; **মণি**—মণি; **গ্রীবম্**—তাঁর কণ্ঠে; **সর্বে**—তাদের সকলে; **জাত**—জাগ্রত হয়েছিলেন; **মহা**—মহা; **উৎসবাঃ**—আনন্দোৎসবে।

অনুবাদ

সঙ্গে তাঁর নতুন পত্নী ও কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণ করে ভগবান হৃষীকেশকে যেন মৃত্যু হতে ফিরে আসতে দেখে সমস্ত জনসাধারণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, জাম্ববান তার কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান করার সময় মণিটি ভগবানের কণ্ঠে স্থাপন করে।

শ্লোক ৩৮

সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ ।
প্রাপ্তিং চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

সত্রাজিতম্—সত্রাজিৎ; **সমাহূয়**—আহ্বান করে; **সভায়াম্**—রাজসভায়; **রাজ**—রাজার (উগ্রসেন); **সন্নিধৌ**—উপস্থিতিতে; **প্রাপ্তিম্**—পুনরুদ্ধার; **চ**—এবং; **আখ্যায়**—ঘোষণা করে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **মণিম্**—মণিটি; **তস্মৈ**—তাকে; **ন্যবেদয়ৎ**—প্রদান করলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে রাজসভায় আহ্বান করলেন। সেখানে, রাজা উগ্রসেনের উপস্থিতিতে, মণিটি পুনরুদ্ধারের কথা ঘোষণা করলেন এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে তা সত্রাজিৎকে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৩৯

স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙ্মুখস্ততঃ ।
অনুতপ্যমানো ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, সত্রাজিৎ; চ—এবং; অতি—অতিশয়; ব্রীড়িতঃ—লজ্জিত হলেন; রত্নম্—মণিটি; গৃহীত্বা—গ্রহণ করে; অবাক্—অবনত; মুখঃ—তার মুখ; ততঃ—সেখান থেকে; অনুতপ্যমানঃ—অনুতাপ অনুভব করে; ভবনম্—তার গৃহে; অগমৎ—গমন করলেন; স্বেন—তাঁর নিজের দ্বারা; পাপ্মনা—পাপাচরণ।

অনুবাদ

অত্যন্ত লজ্জায় তার মস্তক অবনত করে, সত্রাজিৎ মণিটি গ্রহণ করলেন এবং সর্বক্ষণ তার পাপপূর্ণ আচরণের জন্য অনুতাপ অনুভব করতে করতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৪০-৪২

সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্বাচ্যুতঃ কথম্ ॥ ৪০ ॥
কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্বা জনো যথা ।
অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্ ॥ ৪১ ॥
দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ ।
উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি; অনুধ্যায়ন্—চিন্তা করতে করতে; তৎ—সেই; এব—বস্তুত; অঘম্—অপরাধ; বল-বৎ—বলশালীগণের সঙ্গে; বিগ্রহ—বিরোধ সম্বন্ধে; আকুলঃ—আকুল হয়েছিলেন; কথম্—কিভাবে; মৃজামি—আমি মার্জন করব; আত্ম—নিজের; রজঃ—কলুষ; প্রসীদেৎ—প্রসন্ন হবেন; বা—বা; অচ্যুতঃ—শ্রীকৃষ্ণ; কথম্—কিভাবে; কিম্—কি; কৃত্বা—করলে; সাধু—ভাল; মহ্যম্—আমার জন্য; স্যাৎ—হতে পারে; ন শপেৎ—শাপ দেবে না; বা—বা; জনঃ—লোক; যথা—যেমন; অদীর্ঘ—অদূর; দর্শনম্—দর্শী; ক্ষুদ্রম্—ক্ষুদ্র; মূঢ়ম্—মূঢ়; দ্রবিণ—ধন; লোলুপম্—লোভী; দাস্যে—আমি প্রদান করব; দুহিতরম্—আমার কন্যা; তস্মৈ—তাঁকে; স্ত্রী—নারীগণের; রত্নম্—রত্ন; রত্নম্—মণিটি; এব চ—এবং; উপায়ঃ—উপায়; অয়ম্—এই; সমীচীনঃ—সমীচীন; তস্য—তাঁর; শান্তিঃ—শান্তি; ন—না; চ—এবং; অন্যথা—অন্যথা।

অনুবাদ

এই শোচনীয় অপরাধ চিন্তা করতে করতে এবং শ্রীভগবানের বলশালী ভক্তগণের সঙ্গে বিরোধের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আকুল হয়ে রাজা সত্রাজিৎ ভাবলেন। "কিভাবে স্বয়ং আমি আমার কলুষতা মার্জন করতে পারব এবং কিভাবে ভগবান অচ্যুত আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন? আমার সৌভাগ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্য এবং এমন অদূরদর্শী, কৃপণ, মূঢ় ও লোভী হওয়ার জন্য মানুষের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য আমি কি করতে পারি? আমি শ্রীভগবানকে স্যমন্তক মণির সঙ্গে, সকল নারীর রত্নস্বরূপা আমার কন্যাকে প্রদান করব। প্রকৃতপক্ষে, সেটিই তাঁকে শান্ত করার একমাত্র সঠিক উপায়।"

শ্লোক ৪৩

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্ ।
মণিং চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ ॥ ৪৩ ॥

এবম্—এইভাবে; ব্যবসিতঃ—তাঁর সঙ্কল্প স্থির করে; বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির ব্যবহার দ্বারা; সত্রাজিৎ—রাজা সত্রাজিৎ; স্ব—তাঁর নিজ; সুতাম্—কন্যা; শুভাম্—শুভলক্ষণা; মণিম্—মণিটি; চ—এবং; বয়ম্—স্বয়ং; উদ্যম্য—উদ্যোগী হয়ে; কৃষ্ণায়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; উপজহার হ—উপহার প্রদান করলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর মন স্থির করে, রাজা সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর শুভলক্ষণা কন্যা এবং স্যমন্তক মণিটি উপহার প্রদান করার জন্য স্বয়ং আয়োজন করলেন।

শ্লোক ৪৪

তাং সত্যভামাং ভগবানুপয়েমে যথাবিধি ।
বহ্বভির্যাচিতাং শীলরূপৌদার্যগুণান্বিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

তাম্—সে; সত্যভামাম্—সত্যভামা; ভগবান্—ভগবান; উপয়েমে—বিবাহ করলেন; যথাবিধি—যথাযথ আচার দ্বারা; বহ্বভিঃ—বহুজনের দ্বারা; যাচিতাম্—প্রার্থিত; শীল—সুন্দর স্বভাবের; রূপ—সৌন্দর্য; ঔদার্য—এবং ঔদার্য; গুণ—গুণাবলীতে; অন্বিতাম্—সমৃদ্ধ।

অনুবাদ

যথাযথ ধর্মীয় আচারে শ্রীভগবান সত্যভামাকে বিবাহ করলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে চমৎকার স্বভাব, ঔদার্য এবং অন্য সকল শুভ গুণাবলীর অধিকারী তিনি বহু পুরুষ দ্বারা প্রার্থিত হয়ে ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, কৃতবর্মার মতো পুরুষেরাও সত্যভামার পাণি প্রার্থী ছিলেন।

শ্লোক ৪৫

ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ ।
তবাস্তাং দেবভক্তস্য বয়ং চ ফলভাগিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ভগবান্—শ্রীভগবান; **আহ**—বললেন; **ন**—না; **মণিম্**—মণি; **প্রতীচ্ছামঃ**—ফিরে পেতে আকাঙ্ক্ষা করি; **বয়ম্**—আমরা; **নৃপ**—হে রাজন; **তব**—আপনার; **আস্তাম্**—এটি থাকুক; **দেব**—দেবতার (সূর্যদেব); **ভক্তস্য**—ভক্তের; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **ফল**—এর ফলের; **ভাগিনঃ**—উপভোগী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান সত্রাজিৎকে বললেন—হে রাজন, আমরা এই মণিটি ফিরে পেতে ইচ্ছা করি না। আপনি সূর্যদেবের ভক্ত, তাই এটি আপনার অধিকারেই থাকুক। এইভাবে, আমরাও এর ফল উপভোগ করব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা সত্রাজিতের উচিত ছিল। "আপনিই সূর্যদেবের ভক্ত,"—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা বলার মধ্যে অবশ্যই তির্যক বক্রোক্তির স্পর্শ ছিল। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই সত্রাজিতের পরম সম্পদ, শুদ্ধ ও সুন্দরী সত্যভামাকে লাভ করে ছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'স্যমন্তক মণি' নামক ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।